ফণি-মনসা

কাজী নজরুল ইসলাম

নলেজ হোম ঃ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৭, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৬

প্রকাশিকা ঃ
প্রমীলা নজরুল ইসলাম
১৬, রাজেন্দ্র লাল ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ
ইষ্টবেঙ্গল প্রেস
৫২/৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
প্রভাত কর্মকার

বাঁধাই ঃ
মডার্ণ বাইণ্ডিং হাউস
৫৬, মির্জাপুর ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৯

দাম দেড় টাকা

পাকিস্তানে একমাত্র পরিবেশক ঃ
দি পপুলার বুক এজেন্সী
কুমিল্লা (পূর্ব-পাকিস্তান)

সূচীপত্র

প্রবর্ত্তকের ঘুর-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত-পায়—
যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়!
যায় প্রাচীন
চৈতী-যায়,
আয় নবীন
শক্তি আয়!
যায় অতীত্,
যায় পতিত্,
'আয় অতিথ্
আয় রে আয়—'
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়!

ঐ রে দিক্
চক্রে কার
বক্রপথ
ঘুর্-চাকার !
ছুটছে রথ,
চক্র-ঘায়
দিগ্বিদিক
মূর্চ্ছা যায় !
কোটী রবি শশী ঘুর্-পাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায় !

ঘোরে গ্রহ তারা পথ্-বিভোল,—
"কা'ল"-কোলে 'আজ' খায় রে দোল !
আজ প্রভাত
আন্‌ছে কা'য়,
দূর পাহাড়
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়্‌ছে কার
কিংশুকের
ফুল্-শাখায়।

ফণি-মনসা

ঘুর্‌ছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচ্‌ছে কার
ঐ উষার
লাল আভায়,
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়।
গর্জ্জে ঘোর
ঝড় তুফান,
আয় কঠোর
বর্ত্তমান।
আয় তরুণ,
আয় অরুণ,
আয় দারুণ,
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রাম-ধনুর
লাল শাঁখায়।
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়!
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়!

বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ঐ
নাচ্‌ছে কাল
থৈ তা থৈ!
কই সে কই
চক্রধর,
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর্।
শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর্
ঐ মায়ায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়!

কৃষ্ণনগর, ৩০শে চৈত্র, ১৩৩২

যা শত্রু পরে পরে

রাজ্যে যাদের সূর্য্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস্ হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর—মরিবেনা কভু মৃত্যু-ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়!
চেয়ে দেখ্ ঐ ধূম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য্য তাদের গ্রাসিল প্রায়!
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীক প্যারী—সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য্য!—দেখ্‌বি আয়!

অর্দ্ধ পৃথিবী জু'ড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অস্পৃশ্যা, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ-রজ্জু পাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ-বহ্নি শিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস!
যে আগুনে তারা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরি সর্ব্বনাশ!
আপনার গলে আপন ফাঁস!

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধ্‌বে বল ?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল কি ফল ?
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শকুন,
রে ভারতবাসী চল্‌রে চল্‌ !
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই ব'সে কি রবি কেবল ?
আসে ঘনঘটা ঝড় বাদল !

ঘর সাম্‌লে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু মুস্‌লেমিন !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবেনা, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন !
ধর্ম্ম কলহ রাখ্‌ দুদিন !
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবেনা ফিরে এই সুদিন্‌ !
বদ্‌না গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন।

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি ক'রে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস্,
শত্রু যখন যায় পরে পরে—নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস্!
—ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ রিষ।
কলহ করার পাইবি সময়
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয়!
হাতে হাত্ রাখ্, ফেল্ হাতিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ!
নব-ভারতের এই আশিষ্!

নারদ নারদ! জুতো উল্টে দে! ঝগ্ড়েটে ফল খুঁজিয়া আন্।
নখে নখ বাজা! এক চোখ দেখা! ঢুকাটি বাজিয়ে লাগাও গান!
শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান!
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া
রথ্ টেনে আন্ আন্‌রে তাজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দেরে কোর্‌বান!
শত্রুর গোরে গলাগলি কর্, আবার হিন্দু-মুসলমান!
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান!

কৃষ্ণনগর, আশ্বিন, '৩৩

মুক্তি-কাম

স্বাগত বঙ্গে মুক্তি কাম !
সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম !
শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ,—
এ যে রে তন্দ্রা, জেগে ওঠ্ তোরা, জেগে ঘুম দেওয়া নয় মরণ !
সপ্ত-কোটি কু-সন্তান তোরা রাখিতে নারিলি সপ্তগ্রাম ?
খাস্‌নি মায়ের বুকের রুধির ? হালাল খাইয়া হলি হারাম !
মৃত্যু-ভূতকে দেখিলিরে শুধু ; দেখিলি না তোর ভবিষ্যত্,
অস্ত-আঁধার পার হ'য়ে আসে নিত্য প্রভাতে রবির-রথ !
অহোরাত্রিকে দেখেছে যাহারা সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয়,
তারা সোজা জানে রাত্রির পরে আবার প্রভাত হবে উদয় ।
দিন-কানা তোরা আঁধারের প্যাঁচা, দেখেছিস্ শুধু মৃত্যু-রাত,
ওরে আঁখি খোল্, দেখ তোরও দ্বারে এনেছে জীবন নব-প্রভাত !
মৃত্যুর 'ভয়' মেরেছে তোদেরে, মৃত্যু তোদের মারেনি ভাই !
তোরা ম'রে তাই হ'য়েছিস্ ভূত, আলোকের দূত হলিনে তাই !
জীবন থাকিতে "ম'রে আছি" ব'লে পড়িয়া আছিস্ মড়া-ঘাটে,
সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে !
রক্ত মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকী,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা "আজো বেঁচে আছি" বল্ ডাকি !
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দুর,
ঐ হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর !
এ মৃতের দেশে, অমৃত-পুত্র, আনিবে কি সেই অমৃত-ঢল—
যাতে প্রাণ পেয়ে মৃত সগরের দেশ এ বঙ্গ হবে সচল ?
জ্যান্তে-মরা এ ভীরুর ভারতে চাই নাক মৃত-সঞ্জীবন,
ক্লীবের জীবন-সুধা আন, কর ভূতের ভবিষ্যৎ সৃজন !

হুগলী, ২০শে পৌষ, ১৩৩১

রক্ত-পতাকার গান

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান !...
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান !
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি ফোটে কুসুম
নব-বসন্ত সূর্য্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ-সহস্র বছরেরে হান মৃত্যু-বান।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ॥

চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বন্ধমন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও উর্দ্ধে,
গাহ রে গান
লাল নিশান ! লাল নিশান !

কলিকাতা, ১লা বৈশাখ '৩৪

———

শ্রমিক মজুর

ভদ্রসমাজে শ্রমিকের কথা 'কমিক' গানের মত
ভব্যের মত মোরা নহি নাকি সু-সভ্য সংযত!
আচারে পোষাকে আমাদের নাই ভদ্রের মত চা'ল,
চা'ল চুলা নাই দারিদ্র্যে দুখে নাচার ও নাজেহাল।
আমাদের বাসা আমাদের ভাষা নিত্য নোংরা, দাদা!
তবুও বলিব, বাহিরে আমরা নোংরা, ভিতরে সাদা!
ভিতরের কালি ঢাকিতে তোমরা পর হ্যাট, প্যাণ্ট, কোট,
শ্রমিকেরে যারা গরু বলে, মোরা তাদেরে বলি, "হি-গোট্" !
মজুরের ভাষা বিঁধিবে অঙ্গে খেজুর-কাঁটার মত,
গলা কেটে রস খাও, হবেনাক অঙ্গ কাঁটায় ক্ষত?
যে বাড়ীতে থাক, তার প্রতি ইঁটে রক্ত মাখানো কার?
হৃদয় থাকিলে, দে'খে, বেদনায় কাঁপিয়া উঠিত হাড়!
মজুর তোমার মজুরী করিয়া নজ্‌রাণা কত পায়?
চক্ষে তোমার লজ্জা থাকিলে ম'রে যেতে লজ্জায়!
শ্রমিকের সেবা আছে তোমাদের অণু পরমাণু ঘিরে,
ফসল না যদি ফলাতাম, খে'তে টাকা গিলে নোট ছিঁড়ে?
যদি কাপড় না পরায়ে তোমারে করিতাম মোরা বাবু,
'পাঁচ আইনে' প'ড়ে পুলিশের হাতে হ'তে নাকি তুমি কাবু?
তোমাবে কাপড় পরায়ে হয়েছি মোরা ন্যাংটেশ্বর,
মোরা নিরন্ন, বিবস্ত্র, দিয়ে তোমারে ভাত কাপড়!

তোমাদের হাতে শোভা পায় ছাতা, ছড়ি আর হাত-ঘড়ি,
অভাবে ঋণের দায়ে আমাদের হাতে পড়ে হাত-কড়ি!
তোমাদের ঘরে থালা বাটী, মোরা পাইনা কলার পাতা,
নুন নাই ঘরে উনুন ধরেনা, চালে ঘূণ-ধরা বাতা।
চরণ-কমল কোমল রেখেছে মোদের হাতের জুতা,
আমাদের পদ কাদা-গদগদ, খায় কাঁকরের গুঁতা।
তোমাদের খাটে মশারি, মাথায় বালিশে কাপাস তূলো,
রাতে আমাদের সাথী ছারপোকা, মশা আর আরশুলো।
রাজ-মিস্ত্রিরা রাজ-বাড়ী গড়ে, তোমরা সেখানে রাজা,
আমাদের চালে খড় নাই, একি পারিশ্রমিক সাজা?
আমরা রাজার অস্ত্র গড়িয়া নিরস্ত্র নির্জ্জীব,
উহারা হয়েছে সৈনিক আর আমরা হয়েছি ক্লীব।
লাখ টাকার একপাই দান ক'রে ধনীরা হয়েছে দানী,
পিঁপ্ড়েরে দেয় চিনি খেতে আর ক্ষুধিতেরে খেতে পানি!
রচিয়া ধর্ম্ম-শালা অধর্ম্মী ধর্ম্মেরে দেয় গালি,
রামনাম ওরা শেখায় মাখায়ে মানুষেরে চূণ কালি!
আমরাই গড়ি হাতুড়ি, শাবল, বন্দুক, তলোয়ার,
আপনার পানে চেয়ে দেখি, আজ হাতে নাই হাতিয়ার!
যে হস্ত দিয়া হাতিয়ার গড়ি সে হাত এখনও আছে,
কোথা হ'তে এই অপমান, এই ভয় এল তবে কাছে?
যাহাদের হাতিয়ার গড়ি মোরা তাহাদেরি লাথি খাই,
মোদের রক্ত, প্রাণ দান করি—আমাদেরই নাম নাই!
কেন রহি মোরা বস্তিতে অস্বস্তিতে চিরদিন?
কেন এ অভাব, রোগ, দারিদ্র্য, চিত্ত গ্লানি-মলিন?

শিক্ষা পাইনা, দীক্ষা পাইনা, ক্ষুদ্র কি তাই ব'লে?
মোদের মাঝেও সকলের মত আত্মার জ্যোতি জ্বলে!
নহে আল্লার বিচার এ ভাই, মানুষের অবিচারে
আমাদের এই লাঞ্ছনা, আছি বঞ্চিত অধিকারে।
আমরা মূর্খ বলিয়া বুদ্ধিমান করে প্রতারণা,
দেখেছি নিজের শক্তিকে, আর লাঞ্ছনা সহিব না!
যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হর্ম্ম্যরাজি,
সেই হাত দিয়ে বিলাস-কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি!
দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের, শ্রমিকের—
যা দিয়েছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষা ক্ষণিকের
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর্,
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর্!

—নবযুগ—

———

জাগরু তূর্য্য

(শেলীর ভাব অবলম্বনে)

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর অধিকারী!
অলিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মত
ওঠ্ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত!
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী॥

ঘুম ঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ মন বেঁধে করেছে বিকল
ঝেড়ে ফেল্ সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির বারি।
উহারা ক'জন? তোরা অগণন সকল শক্তি-ধারী॥

কলিকাতা ১লা বৈশাখ, ১৩৩৪

———

অশ্বিনীকুমার

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রি শেষে, "চল্ আগে চল্,"—
"চল্ আগে চল্" গাহে ঘুম জাগা পাখী,
কুয়াশা-মশারি ঠেলি জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে,
এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিণু বীর প্রাতঃস্মরণীয়!
স্বর্গ হ'তে এ স্মরণ-প্রীতি-অর্ঘ্য নিও!
নিও নিও সপ্তকোটি বাঙ্গালীর তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব!

আজো তারা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল- বন্ধনে দেব! আজো পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষ্যা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি—নিরস্ত্রের পুঁজি!
মন্দভাষ গাঢ় মসী দিব্য অস্ত্র তার!
"তুই-সপ্ত কোটি ধৃত খর তরবার"
সে শুধু কেতাবী কথা, আজো সে স্বপন!
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ন
উদ্গারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হ'ল ভূমি!
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি!

কে করিবে নমস্কার! হায় যুক্তকর
মুক্ত নাহি হ'ল আজো! বন্ধন-জর্জ্জর
এ কর পারে না দেব ছুঁইতে ললাট!.
কে করিবে নমস্কার?

কে করিবে পাঠ
তোমার বন্দনা-গান? রসনা অসাড়!
কথা আছে বাণী নাই ছন্দে নাচে হাড়!
ভাষা আছে আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নব মন্ত্র দান!
অমৃতের পুত্র কবি অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের অকাল
করিয়াছে হেয় তারে! লেখনি ও কালি
যতনা সৃজিছে কাব্যততোধিক গালি!
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ প'ড়ে সে অবশ!
গর্দ্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কেটে ব'সে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত্ত প্রতিধ্বনি তার! কোথা প্রতিকার!
যারা আছে—তারা কিছু না ক'রে নাচার,

নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,
তাও নাহি পারি দেব! আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী! যাইব কোথায়!
আমার চরণ নহে মম বশে হায়!

একঘর ছাড়ি আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দ্দজাতি হয়ে আছে পর্দ্দা-ঘেরা নারী!
এ লাঞ্ছনা, এ পীড়ন, এ আত্মকলহ,
আত্মসুখপরায়ণ, পরাবৃত্তি মোহ—
তব বরে দূর হোক! এ জাতির প'রে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্ব্বাদ ঝরে!
যে-আত্ম-চেতনা-বলে যে-আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে, উ'ঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে!

স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আজ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি!
দিলে ধর্ম্ম, দিলে কর্ম্ম, দিলে ধ্যান জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিলনা, দিলে বলিদান

আত্মারে জননী পদে, হাকিলে, "মাভৈঃ!
ভয় নাই, নব দিনমনি ওঠে ওই!
ওরে জড়্, ওঠ্ তোরা!" জাগিলনা কেউ;
তোমারে লইয়া গেল পারাপারি ঢেউ!

অগ্রে তুমি জেগেছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি দিবা ধরি
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি
বেলা শেষে জাগিয়াছে! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর তুর্গম কান্তার!

পশ্চাতে "অতীত" টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের "বর্ত্তমান" অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ "ভবিষ্যৎ,"
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ!
হে প্রেমিক, তব প্রেম বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর ভূমি বরিশাল ভেসে!
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে উষর বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর নিধনে কবে আসিবে আবার!

হুগলী, মাঘ, ১৩৩২

দীল্-দরদী

(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'খাঁচার পাখী' শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া)

কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আফ্‌সোসের ?
ফাগুন-বনের নিব্‌ল আগুন,
লাগ্‌ল সেথা ছাপ্‌পোষের ।

দরদ্-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরাণ মুলুক বিরান হ'ল
এমন বাহার-মরসুমে ।

সিস্তানের ঐ গুল্-বাগিচা
গুলিস্তান্ আর বোস্তানে
দোস্ত্ হ'য়ে দখিন হাওয়া
কাঁদ্‌ল সে আফ্‌সোস্-তানে ।

এ কোন্ যিগর-পস্তানী সুর ?
মস্তানী সব ফুল-বালা
ঝুর্‌লো, তাদের নাজুক বুকে
বাজ্‌লো ব্যথার শূল-জ্বালা ।

আব্‌ছা মনে প'ড়ছে, যে দিন
শীরাজ-বাগের গুল্ ভুলি'
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
শ্যাম হ'লে ভাই বুল্‌বুলি,—

কালো মেয়ের কাজল চোখের
পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত্ হ'য়ে কাঁকন চুড়ির
কিঙ্কিণী রিণ্ ঝিন্ গীতে।

নাচ্‌লে দেদার দাদ্‌রা তালে,
কার্‌ফাতে, সর্‌ফর্দ্দাতে,—
হঠাৎ তোমার কাঁপল গলা
'খাঁচার পাখী' 'গর্ব্বাতে'!

চৈতালীতে বৈকালী সুর গাইলে—
"নিজের নই মালিক,
আফ্‌সে' মরি আফ্‌সোসে আহ্
আপ্ সে-বন্দী বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
আঁধার ধাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার ডালি এক্‌লা সাজাই,
সাথীর আমার নেই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপ্‌সা দু'চোখ,
খাঁচার জীবন একটানা।"
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই
ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সঙ্গীতেই,
মরম-ব্যথা বুঝ্‌তে তাদের
দীল্‌-দরদী সঙ্গী নেই!

জান্‌তে কে চায় গানের পাখীর
বিপুল ব্যথার বুক ভরাট,
সবার যখন নওরাতি, হায়,
মোদের তখন দুঃখ-রাত!

ওদের সাথী, মোদের রাতি
 শয়ন আনে নয়ন-জল ;
গান গেয়ে ভাই ঘাম্‌লে কপাল .
 মুছ্‌তে সে ঘাম নাই্‌ অঞ্চল ।

তাই ভাবি আজ কোন্‌ দরদে
 পিষ্‌ছে তোমার কল্‌জে-তল ?
কার্‌ অভাব আজ বাজ্‌ছে বুকে,
 কল্‌জে চুঁয়ে গল্‌ছে জল !

কাতর হ'য়ে পাথর-বুকে
 বয় যবে ক্ষীর সুর্‌ধুনী,
হোক্‌ তা সুধা, খুব জানি ভাই
 সে সুধা ভর্‌-পুর্‌-খুনই ।

আজ যে তোমার আঁকা-আঁশু
 কণ্ঠ ছিঁড়ে উছ্‌লে যায়—
কতই ব্যথায়, ভাব্‌তে যে তা
 জান ওঠে ভাই ক'চ্‌লে হায় !

ফণি-মনসা

বসন্ত তো কতই এলো, গেল
খাঁচার পাশ দিয়ে,
এলো অনেক আশ নিয়ে, শেষ
গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।

অনেক শারাব খারাব হ'ল
অনেক সাকীর ভাঙ্‌ল বুক!
আজ এলো কোন দীপান্বিতা?
কা'র শরমে রাঙ্‌লো মুখ?

কেন্ দরদী ফিরলো? পেলে
কোন্ হারা-বুক আলিঙ্গন?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
উঠ্‌লো রেঙে ডালিম্‌-বন!

যিগর্‌-ছেঁড়া দিগর তোমার
আজ কি এল ঘর ফিরে?
তাই কি এমন কাশ ফুটেচে
তোমার ব্যথার চর ফিরে?

নীড়ের পাখী ম্লান চোখে চায়,
শুন্‌ছে তোমার ছিন্ন সুর ;
বেলা-শেষের তান ধ'রেছে
যখন তোমার দিন দুপুর !

মুক্ত আমি পথিক-পাখী
আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের
বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের ;

বীণ্‌ ছাড়া মোর এক্‌লা পথের
প্রাণের দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
আঘাত আমার পথিক ভাই ।

বেদ্‌না ব্যথা নিত্য সাথী,—
তবু ভাই ঐ সিক্ত সুর,
দু'চোখ পূ'রে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-পুর !

ঝাপ্‌সা তোমার দু'চোখ শুনে'
সুরাখ্‌ হ'ল কল্‌জেতে,
নীল পাথারের সাঁতার পানি
লাখ চোখে ভাই গ'ল্‌ছে যে

বাদ্‌শা-কবি! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি!

কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩২৮

———

ইন্দু-প্রয়াণ

(কবি শরদিন্দু রায়ের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে)

বাঁশীর দেবতা! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক!
অমৃত-পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোদ-শয়ন লভি'
অনৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি!
হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছে নিদাঘের হাহাকারে,
মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে!

আগুন-শিখায় মিশেছে তোমার ফাগুন-জাগানো হাসি,
চিতার আগুনে পুড়ে গেছ ভেবে মোরা আঁখি-জলে ভাসি।
অনৃত তোমার যাহা কিছু কবি তাই হয়ে গেছে ছাই,
অমৃত তোমার অবিনাশী যাহা আগুনে তা পুড়ে নাই।
চির-অতৃপ্ত তবু কাঁদি মোরা, ভরেনা তাহাতে বুক,
আজ তব বাণী আন্-মুখে শুনি, তুমি নাই, তুমি মূক!

অতি-লোভী মোরা পাইনা তৃপ্তি সুরভিতে শুধু তাই,
সুরভির সাথে রূপ-ক্ষুধাতুর ফুলেরও পরশ চাই।
আমরা অনৃত তাইত অমৃতে ভ'রে ওঠে নাক প্রাণ,
চোখে জল আসে দেখিয়া ত্যাগীর আপনা-বিলানো দান।
তরুণের বুকে হে চির-অরুণ ছড়ায়েছে যত লালী,
নেই লালী আজ লালে-লাল হয়ে কাঁদে, খালি সব খালি!

কাঁদায়ে গিয়াছ, নবরূপ ধ'রে হয়ত আসিবে ফিরে,
আসিয়া আবার আধ-গাওয়া গান গাবে গঙ্গারই তীরে,
হয়ত তোমায় চিনিব না, কবি, চিনিব তোমার বাঁশী,
চিনিব তোমার ঐ সুর আর চল-চঞ্চল হাসি।
প্রাণের আলাপ আধ-চেনাচেনি দূরে থেকে শুধু সুরে,
এবার হে কবি করিব পূর্ণ এ চির- কবি পূরে! ·········

ভালই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় নাক বলা, গৃহ নয় সে তোমার।
গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিও সেখানে আধেক আসন খানি।
বন্দী যেখানে শুনিবে তোমার মুক্ত বন্ধ সুর,—
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই সুর-পুর!

গণ্ডীর বেড়ী কাটিয়া নিয়াছ অনন্তরূপ টানি,
কারো বুকে আছ মূর্ত্তি ধরিয়া কারো বুকে আছ বাণী।
সে কি মরিবার? ভাঙি অনিত্যে নিত্যে নিয়াছ বরি,
ক্ষমা ক'রো কবি. তবু লোভী মোরা শোক করি, কেঁদে মরি!
না-দেখা ভেলায় চড়িয়া হয়ত আজিও সন্ধ্যাবেলা
গঙ্গার কূলে আসিয়া হাসিছ দেখে আমাদের খেলা!

হউক মিথ্যা মায়ার খেলা এ তবুও কবির শোক,
"শান্তি হউক" বলি যুগে যুগে ব্যাথায় মুছিব চোখ !
আসিবে আবারও নিদাঘ-শেষের বিদায়ের হাহাকার,
শাঙনের ধারা আনিবে স্মরণে ব্যাথা-অভিষেক তার।
হাসি নিষ্ঠুর. যুগে যুগে মোরা স্নিগ্ধ অশ্রু দিয়া,
হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক-ক্রন্দন নিয়া !

বহরমপুর জেল, শ্রাবণ, ১৩৩০

সাবধানী ঘণ্টা।

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্ব্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হ'তে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা!
বন্ধুগো, সখা, আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হ'তে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
বন্ধু তোমার; দাও দাদা দাও তব রূপ-মসী ছানি
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিৎ কদর্য্যতার গ্লানি!
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্গার সখা বন্ধুর শিরে; তব বুক হোক্ খালি!
সুদূর বন্ধু, দূষিত দৃষ্টি দূর কর, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়, সে যে পাঁক ঢালে শিরে!
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি!
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা ক'রে ভালোবাসিয়াছ বাঁদরামি!
হে অস্ত্রগুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়কেতু, হ'লে কুক্কুর-কুরু-নেতা!
ভোগ নরকের নারকীর দ্বারে' হইয়াছ তুমি দ্বারী,
হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রহ্মচারী!
তোমার কৃষ্ণরূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত, —

কোথা সে দীঘির উজ্জ্বল জল, কোথা সে কমল-রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!
সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং!
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এস দাদা,
হের আরসিতে—বাঁদরের বেদে করেছে তোমায় খ্যাঁদা!
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানি!
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথি তব,—
হানো বীর তব বিদ্রূপ বান, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম; যদি তাহে শর শয়নের বর লভি',
তুমি যত বল আমিই সেই রণে জিতিব অস্ত্র-কবি!
তুমি জান, তুমি সম্মুখ রণে পারিবেনা পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে'
রক্ত-অসির কৃষ্ণ মসির যে কোনো যুদ্ধে, ভাই,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, করিয়াছ সুরু তাই
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি'
ন্যাক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।
হের সখা আজ চারিদিক হ'তে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরাণো প্রদাহ-ক্ষত!
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে!
কালীয় দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে—

তাহার দাহ ত তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনীর চোটে। তুমি পাও কোন্ সুখ?
দগ্ধ-মুখ সে 'রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদনাম
কিনিছ বন্ধু, কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা?—
হোলীর রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা?
তোমার গোপন দুর্ব্বলতারে, ছি ছি ক'রে মসীময়
প্রকাশিলে, সখা, এইখানে তব অতি বড় পরাজয়!
তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে।
ওঠ সখা, বীর, ঈর্ষ্যা-পকা-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন।
ওঠ সখা, ওঠ, লহ গো সালাম, বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব বাজপাখী!
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ—
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের নিদারুণ বারিবাহ।
দোতালায় বসি উতলা হয়ো না শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম্ম ছানি।
বিদ্রূপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেঁতো জ্বালা?
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালাপালা
অসুরের ভীম অসি-ঝন ঝনে, বড় অসোয়াস্তি-কর!
বন্ধু গো এত ভয় কেন? আছে তোমার আকাশ-ঘর!

অর্গল এঁটে সেথা হ'তে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ ম'ল ? সত্য কি ? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি !
বারীণ ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জ্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুম্‌কানি,—ছি ছি এত অসত্য ও মা
কেমন ক'রে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল !
সখী গো আমায় ধর ধর ! মাগো কত জানে এরা ছল !
সইলো আমার কাতুকুতু ভাব হয়েছে যে, ঢ'লে পড়ি !
আঁচলে জড়ায়ে পা চলেনা গো, হাত হ'তে পড়ে ছড়ি !
শ্রমিকের গাঁতি, বিপ্লব বোমা, আ ম'লো তোমরা মর !
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনী-বৃত্তি ধর !
যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব ক'রে
এই ইত্‌রামী, বাঁদরামী-আর্ট্‌ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
হন্যে কুকুর পেটপাল আর হাউ হাউ মর কেঁদে ?
এই নোংরামী ক'রে দিন্‌রাত বল আর্টের জয় !
আর্ট্‌ মানে শুধু বাঁদরামী আর মুখ ভ্যেঙ্‌চানো নয়।

আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট্‌, নাকিসুর, কান রাঙা !
আর্ট ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারী দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনো খানে !
সব ভূয়ো দাদা ওসবে দেশের কিছুই হইবেনা'ক,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখ !—

জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরী হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনী একদিনে গেছে ছ'ড়ে!
বন্ধুগো! সখা! আঁখি খোলো, খোলো শ্রবণ হইতে তূলা,
ঐ হের পথে গুর্খাসেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা!
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আটশালা হবে নেড়া!
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হ'য়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই!
আমি বলি-সখা জেনে রেখো মনে কোনো বাতায়ন ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙা সজনীরই মত হাতছানি দিয়ে ডাকে!
যত বিদ্রূপই কর সখা, তুমি জান এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না ; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবেনা পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত!
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস!
ততদিন সখা সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!

কলিকাতা, কার্ত্তিক, ১৩৩২

বাঙ্‌লায়-মহাত্মা

(গান)

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে ॥

আজ প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান
মরুভূমে জাগ্‌ল তুফান
দিগ্বিদিকে উপ্‌চে পড়ে প্রাণ রে !
তুমি জীবন-দুলাল সব লালে-লাল কর্‌লে প্রাণের রং ঢেলে ॥

ঐ শ্রাবস্তি-ঢল আস্‌ল নেমে
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে
ওরে আজ-নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ষ-অরি রাম খেলে ॥

ঐ চর্‌কা-চাকায় ঘর্ঘর-ঘর্
শুনি কাহার আসার খবর,
ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে !
ঐ পথের-ধূলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটী প্রাণ মেলে ॥

আজ জাত বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হ'ল ভাই বামুন মুচি
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হ'ল শুচি রে।
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম্ বলে—
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে ॥

হুগলী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

আজ আষাঢ় মেঘের কালো কাফনের আড়ালে মু'খানি ঢাকি
আহা কে তুমি জননী কার নাম ধরে বারে বারে যাও ডাকি ?
মাগো কর হানি দ্বারে দ্বারে
তুমি কোন্ হারামণি খুঁজিতে আসিলে ঘুম-সাগরের পারে ?
"কইরে সত্য সত্যেন কই" কাতর কান্না শুধু
গগন-মরুর প্রাঙ্গনে হানে সাহারার হা হা ধূধূ !
সত্য অমর, কেঁদোনা জননী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-বনে মা কমল তুলিতে কবি !

ওকে ক্রন্দসী হায় মূরছিয়া পড়ে অশ্রু-সিন্ধু তীরে
গেল সহসা নিশীথে বাণীর হাতের বেয়ালার তার ছিঁড়ে।
আহা কোন ভিখারিণী এরে
কাহারে হারায়ে নিখিলের দ্বারে ফরিয়াদ ক'রে ফেরে ?
সতীর কাঁদনে চোখ খুলে চায় ঊর্দ্ধে অরুন্ধতী
নিবিড় বেদনা ম্লান ক'রে আনে রবির কনক-জ্যোতি।
সত্য অমর, কাঁদিয়োনা সতী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি !

আজ সারথী হারায়ে বিষাদে অন্ধ ছন্দ সরস্বতী,
ওগো পুরোহিত-হারা ভারতী-দেউলে বন্ধ পূজা-আরতি।
ওরে মৃত্যু-নিষাদ ক্রুর
বিষাদ-শায়ক বিঁধিয়া করেছে বাঙলার বুক চুর!
নিবে গেল মঙ্গল-দীপ-শিখা, বঙ্গবাণীর আলো,
দুলে দশদিকে শুধু দিশেহারা অশ্রু অতল কালো!
'সত্য' অমর! কাঁদিওনা কবি, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

শ্বেত বৈজয়ন্তী উড়ে চলে যায় মৃত্যুরও আগে আগে,
ওরে সে চির-অমর, মৃত্যু আপনি তারি পায়ে প্রাণ মাগে।
তাই ঐ বাজে জয়-ভেরী
স্বর্গ-দুয়ারে, ওঠে জয়ধ্বনি, 'জয় সুত অমৃতেরি!'
কাঁদিসনে মাগো ঐ তোর ছেলে মাতা শারদার কোলে
শিশু হয়ে পুনঃ দুধ-হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে!
'সত্য' অমর, কাঁদিওনা কেহ, আসিবে আবার রবি,
মা বীণাপানির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

কলিকাতা, শ্রাবণ, ১৩৩১

হেমপ্রভা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম্-প্রভ হ'ল ধরণী॥
ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
"ময়্ ভূখা হুঁ"র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমণী॥
এস বাঙ্লার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা-বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো।
শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাঙ্লার
কাটুক আঁধার রজনী॥

মাদারিপুর, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩২

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র অগ্নিময় আসিয়া
হত্যা করিল তামসী নিশিথিনীরে।
পৃথিবীর অরণ্য বিদীর্ণ করি'
সঞ্চরি ফেরে "ডেভিলের" রুধিরে রুধিরে।
দৈত্য দানবের চর্ব্বি, খেয়ে চীৎকার করে, "আয় কে মর্‌বি ?
ছিন্ন করি' সপ্ত আকাশে, চিবাইল হিম গিরিরে॥
চামড়া কাম্‌ড়ায়ে অবিদ্যা, কাম ও রতির,
সপ্ত পাতালে ছু'টে যায় উগ্র অধীরে।
চা'র থাবা মেরে মাটী ফেল দিল পাথারের তীরে॥
অ-ভেদ ও অ-ভিন্ন, অ-সাম্যে ল্যাজে আছা'ড়ে,
ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্র ফেলে দিল কাছাড়ে।
বাপ্‌ রে, কী নাচা রে।
কাছা ও কোঁচা খুলে গেল হিংসা ও বিদ্বেষে
একি ঠেলাঠেলি রে॥

বিবাগিনী

করেছ পথের ভিখারিণী মোরে কে গো সুন্দর সন্ন্যাসী।
কোন বিবাগীর মায়া-বন-মাঝে বাজে ঘর-ছাড়া তব বাঁশী।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥
তব প্রেম-রাঙা ভাঙা জোছনা
হের শিশির-অশ্রু-লোচনা,
ঐ চলিয়াছে কাঁদি বরষায় নদী গৈরিক-রাঙা বসনা।
ওগো প্রেম-মহাযোগী! তব প্রেম লাগি নিখিল বিবাগী পরবাসী।
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥
মম একা ঘরে নাথ, দেখেছিনু তোমা ক্ষীণ দীপালোকে হীন করি;
হেরি বাহির আলোকে অনন্তলোকে একি রূপ তব মরি মরি!
দিয়া বেদনার পরে বেদনা
নাথ একি এ বিপুল চেতনা
তুমি জাগালে আমার রোদনে, অন্ধে দেখালে বিশ্বদ্যোতনা।
ওগো নিষ্ঠুর মোর! অশুভ ও-রূপ তাই এত বাজে বুকে আসি॥
ওগো সুন্দর সন্ন্যাসী॥

মহিলা : ১৫ সংখ্যা : ৯ই শ্রাবণ, ১৩৩১

আশীর্ব্বাদ

কল্যাণীয়া শামসুন্ নাহার খাতুন

জয়যুক্তাষু

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী ব'সে আছে জ্বালি বিষাদ-বাতির সিন্ধু দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হ'তে আঁখি-দীপ ভরি'
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা-আলো প্রভাতী তারার টীপ পরি'।
আপনার তুমি জান পরিচয়—তুমি কল্যাণী তুমি নারী—
আনিয়াছ তাই ভরি হেম-ঝারি মরু-বুকে জম্‌জম্‌-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য-রূপ—
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ-কূপ।
তুমি আলোকের-তুমি সত্যের—ধরার ধূলায় তাজমহল,—
রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল!
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম,
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল-কুসুম।
বদ্ধকারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান—
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহ স্নেহাশীষ—তোমার "পুণ্যময়ী"র "শামস্" * পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক! সুন্দর হোক! প্রতি ঘরে চির-দীপ্ত রো'ক!

হুগলী, ১৯শে মাঘ, ১৩৩১

*শাম্‌স্ = সূর্য্য।

দেশবন্ধু

(গান)

বিশাল-ভারত-চিত্ত-রঞ্জন হে দেশবন্ধু এস ফিরে
কাণ্ডারী হে, দেখাও দিশা অসীম অশ্রু-সাগর-নীরে ॥
নাই দিশারী নাই সেনানী, আজ জনগণ ত্রস্ত ভয়ে
ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম লয়ে,
সগর দেশের হে ভগীরথ, জাগো ভাগীরথীর তীরে ॥

রাজৈশ্বর্য্য বিলিয়ে, নিলে, হে বৈরাগী ভিক্ষা ঝুলি,
সোনার অঙ্গে মাখ্‌লে তুমি পায়ে-চলা পথের ধূলি।

দেশ জননী ত্রিংশ কোটি সন্তানেরে বক্ষে নিয়া
ভুল্‌তে নারে তোমার স্মৃতি, শূণ্য তাহার মাতৃহিয়া
কে পরাবে রাণীর মুকুট বন্দিনী মা'র রিক্ত-শিরে ॥

—————

দে দোল্ দে দোল্

দে দোল্ দে দোল্।
জাগিয়াছে ভারত সিন্ধু-তরঙ্গে কল কল্লোল।
তুষার গলেছে রে, অটল টলেছে রে
জেগেছে পাগল রে ভেঙেছে আগল।
দে দোল্ দে দোল্॥

বন্ধন ছিল যত হ'ল খান্ খান্ রে
পাষাণ-পুরীতে ডাকে জীবনের বান রে,
মৃত্যু-ক্লান্ত আজি কুড়াইয়া প্রাণ রে
দুর্ম্মদ যৌবন আজি উতরোল
দে দোল্ দে দোল্॥

অভিশাপ-রাত্রির আয়ু হ'ল ক্ষয় রে,
আর নহি অচেতন আর নাহি ভয় রে,
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে,
আনন্দ ডাকে দ্বারে, খোল দ্বার খোল্।
দে দোল্ দে দোল্॥

———

সুর-কুমার

[দিলীপ কুমারের ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষে]

বন্ধু তোমায় স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
সপ্ত সাগর তের নদীর পার হ'তে সুর্-নন্দিনী !

বীন্-বাদিনী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি,
অরুণ আঁখি কইল সাকী, 'আজ্‌কে শরাব মুল্‌তুবী' !

সাগর তোমার শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
গানের ভেলায় চল্‌লে ভেসে রূপ কথারই রাজকুমার !

যক্ষ-লোকে রূপার মায়ায় রূপ যথা আজ সুপ্ত হায়
ল'য়ে সুরের সোনার কাঠি দিগ্বিজয়ে যাও সেথায় ।

বন্দী-দেশের আনন্দ-বীর ! আন্‌বে তুমি জয় করি'
ইন্দ্রলোকের উর্ব্বশী নয়কণ্ঠলোকের কিন্নরী ।

শ্বেতদ্বীপের সুর-সভায় আজ্‌কে তোমার আমন্ত্রণ,
অস্ত্রে যারা রণ জেতেনি বীণায় তারা জিন্‌ল মন ।

কণ্ঠে আছে আনন্দ- গান, হস্ত পদে থাক শিকল;
ফুল-বাগিচায় ফুলের মেলা, নাইবা সেথা ফল্‌ল ফল ।

বৃত্ত-ব্যাসে বন্দী তবু মোদের রবির অরুণ রাগ
জয় করেছে যন্ত্রাসুরের মানব-মেধের লক্ষ যাগ।

ছুটছে যশের যজ্ঞ-ঘোড়া স্পর্দ্ধা-অধীর বিশ্বময়,
তোমার মাঝে দেখ্‌ব বন্ধু নতুন ক'রে দিগ্বিজয়।

বীণার তারে বিমান পারের বেতার-বার্ত্তা শুন্‌ছি ঐ
কণ্ঠে যদি গান থাকে গো পিঞ্জরে কেউ বন্ধ নই।

বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠ্‌ল কেঁদে চক্রবাক!

ধ্যান ভেঙে যায় নবীন যোগী, ওপার পানে চায় নয়ন,
মনের মাণিক খুঁজে ফের বনের মাঝে সর্ব্বক্ষণ।

দূর-বিরহী, পার হয়ে যাও সাত সাগরের অশ্রুজল,
আমরা বলি—যাত্রা তোমার সুন্দর হোক, হোক সফল!

কলিকাতা, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৩

যুগের আলো

নিদ্রা দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুন্‌ছি আরাব,—
পান ক'রেনে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব !
ঊষায় যারা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো ! তাদের বল, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে !
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা ।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সিমন্তে লাল সিঁদুর প'রে আস্‌ছে হেসে জয়ন্তিকা !

ঢাকা, ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৩
